অঙ্কুর

৪৮ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষ

সম্পাদক মণ্ডলী

পিতর হেম্ব্রম
নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও, সিএসসি
দ্বীপ হাঁসদা, এসডিবি
বিকাশ জুলিয়ান মারাণ্ডী, ওএমআই
শক্তিকুমার জন ত্রিপুরা, সিএসসি
আলবেন ইন্দোয়ার
প্রভাত পিটার দাস, সিএসসি
দিব্য যোহন গমেজ
অর্ণব জাস্টিন হালদার
দামিয়েন সুটিং

সার্বিক সহযোগিতায়

ফাদার পল গমেজ
ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও

মডারেটর

ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা

প্রকাশনায়

সম্পাদকীয় পরিষদ
পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয়
ব্লক-এ-১১২, রোড ২৭, বনানী, ঢাকা
ফোন: ৮৮২১৫৩৬, ৯৮৮১৬৩২
ই-মেইল: editorhsms@gmail.com

মুদ্রণে

দি ডিজাইন হাউস
বাবুপুরা, কাটাবন, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১৫-৩৩৩১২৩
ই-মেইল: samsamuelbairagi@gmail.com

সম্পাদকীয়...

সকলকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গোটা পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস। ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ এসব-কিছুর প্রভাবে মানুষের জীবন গঠিত হয়। স্থান, কাল-পাত্র, দেশ, সমাজ, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্মভেদে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান ধারণার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জগতে মানবজাতির মাঝে নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও মূলে আমরা সকলেই একই পরিচয় বহন করি, আর তা হল আমরা সকলেই মানুষ। নর-নারী, শিশু, ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই পরিচয় হলো 'মানুষ'। মানুষের মধ্যে সত্যিকারের মনুষ্যত্ববোধ যখন জাগ্রত থাকে, তখন আমরা মানুষ হিসাবে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতায় বসবাস করি; কেননা সহযোগিতা মিলন-সমাজ গড়ে তোলে যেখানে শান্তি রিবাজ করে; আর প্রতিযোগিতা সমাজে, দেশে দেশে আর জাতি জাতিতে দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, বৈষম্য আর অশান্তির জন্ম দেয়।

আজকের বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় বেশীমাত্রায় অবতীর্ণ হচ্ছে বিধায় ক্ষমতার লড়ায়ে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হওয়ার প্রতিযোগিতায় দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ আর অশান্তির পরিবেশ যেন বেশি তৈরি করছে। তার ফলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যে শুভশক্তি ও সার্মথ্য দিয়েছেন, তা পরিবারে, সমাজে, দেশে এবং গোটা বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবে বেশী প্রভাবিত করছে। যার ফল আমরা দেখতে পাই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে, গাজা-ইস্রায়েল সংঘাতে, চীন-আমেরিকার বাণিজ্য যুদ্ধে, আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক নানা উত্তেজনার মধ্যে। অন্যদিকে, আধুনিকতার এই যুগে এসে আমরা একদিকে যেমন প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা উপভোগ করছি এবং এর ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যাপনে গতিময়তা অর্জন করেছি, অন্যদিকে আবার একই মুদ্রার এপঠ ওপিঠ এর ন্যায় মুদ্রার অপর প্রান্তে যেন সমপরিমাণ হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতা আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। কেননা, বিশ্ব আজ কোন পথে যাচ্ছে তা বড় প্রশ্ন? জীবনকে সহজতর করার জন্য যে প্রযুক্তির উপর আমাদের এতো ভরসা, সেই প্রযুক্তির ব্যবহারেই আমাদের মানবজীবনে যেন এতো দুর্ভোগ। 'শান্তি' নামের যে বিষয়টা নিয়ে মানুষের মাঝে স্বদেশে এবং দেশে দেশে আমাদের যত সব চুক্তি-যুক্তি, আন্দোলন, সংগ্রাম- সেই 'শান্তি' যেন আজ বিপন্ন ও অধরাই রয়ে গেল।

নতুন উদ্যম-উদ্দীপনা, নতুন আশা ও চেতনা নিয়ে গত ১১ আগষ্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টবর্ষে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে (২০২৫-২০২৬ খ্রি:) শিক্ষাবর্ষ শুরু করেছি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ, যাজকীয় গঠনগৃহে আধ্যাত্মিক ত্যাগস্বীকার, ধ্যান-সাধনা ও জ্ঞান চর্চা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা তুলে ধরেন। এ বছর পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে ২৫ জন সেমিনারীয়ান; পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৩ জন ব্রাদার ও ১ জন পিমে সিস্টার, পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয়ে যুক্ত হয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয় পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এমতাবস্থায়, আমাদের একমাত্র আশ্রয় আমাদের স্বর্গীয়া মা মারীয়া, যিনি শান্তির রাণী। যখন রাজনৈতিক নানা অপব্যাখ্যা, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রযুক্তির লাগামহীন অগ্রগতি: আশার সকল দরজা বন্ধ করে দেয়. তখন কেবল আমাদের সামনে একটা পথই খোলা থাকে আর সেটা হচ্ছে আমাদের স্বর্গীয় মা মারীয়া। মারীয়ার নিকট অনবরত প্রার্থনা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধতাই পারবে এই পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে, যেখানে থাকবে না শক্তিশালীর শাসন এবং দুর্বলের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন, বরং বিরাজ করবে মিলন, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও শান্তি। মা মারীয়া আমাদের সেই স্নেহাশীর্বাদে ধন্য করুন।

জপমালা প্রার্থনা: "আহ্বানের রক্ষা কবচ"

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

'মা' এমনই একটি শব্দ যার মধুরতা মধুর চেয়ে শতগুন মিষ্টি। মায়ের সাথে সন্তানদের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম ও কোমল ভালবাসার হৃদয়টা মায়েরই। সেই ভালবাসার স্পর্শে সন্তান সত্যিকারের মনুষ্যত্ব অর্জন করে। আমাদের জাগতিক মায়ের পাশাপাশি রয়েছেন স্বর্গীয় মা, 'মারীয়া'। আধ্যাত্মিক অর্থে মা-মারীয়া আমাদের সকলের জননী। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি একমাত্র নিষ্কলঙ্কা নারী, তিনি ছিলেন পবিত্র ও নির্মলা। তাই পিতা ঈশ্বর মুক্তির ইতিহাসকে বাস্তবায়নের জন্য সাহায্যকারিনী রূপে মা-মারীয়াকে বেছে নিয়েছেন। কাজেই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হতে হলে মায়ের সংস্পর্শ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা মা-মারীয়ার একান্ত সান্নিধ্যে আসতে পারি। এই মায়ের কাছে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে কোন আবেদন ও যাচ্না করলে তা বিফল হয় না। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি হলেন রক্ষাকারিনী। তাই মাদার তেরেজা বলেছেন, "মায়ের জপমালা হল আমার নিত্য সঙ্গী"। এমন কি মা মারীয়া আমাদের আহ্বান রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কেননা প্রত্যেকজন মানুষের জীবনাহ্বান রয়েছে। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রধানত, আমাদের দুই ধরনের আহ্বান রয়েছে। প্রথমত, পারিবারিক জীবনের আহ্বান এবং দ্বিতীয়ত, যাজকীয় বা ব্রতীয় জীবনের আহ্বান। সাধারণ কথায় 'আহ্বান' অর্থ হচ্ছে ডাক বা ঈশ্বরের বিশেষ ডাক। এই আহ্বান আমাদেরকে রক্ষা ও যত্ন করতে হয়। 'জপমালা' প্রার্থনা হলো মারীয়ার মধ্য দিয়ে উৎসর্গীকৃত প্রার্থনার ডালি। পারিবারিক বা ব্রতীয় জীবনে আহ্বান রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে জপমালা প্রার্থনা। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, "জপমালা আমার প্রিয় প্রার্থনা"।

লাতিন শব্দ Rosa থেকে ইংরেজি Rose শব্দটি উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ 'গোলাপ ফুল'। গোলাপ ফুল হল সৌন্দর্য, ভক্তি ও নির্মলতার প্রতীক এবং গোলাপকে ফুলের রাণী হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। মারীয়ার সৌন্দর্য ও নির্মলতার কারণে তার নিকট উৎসর্গীকৃত প্রার্থনা রোজারি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যা মারীয়ার নামে একই প্রার্থনা আবৃত্তির জন্য 'জপমালা' বা রোজারি (Rosary) শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'গোলাপ বাগান' বা 'গোলাপ ফুলের মালা'। জপমালার প্রত্যেকটি প্রার্থনা বা জপ আধ্যাত্মিক গোলাপের ন্যায় বলে একে 'রোজারি প্রার্থনা' বা 'জপমালা প্রার্থনা' বলা হয়।

অন্যদিকে যাজকীয় বা ব্রতীয় জীবন হচ্ছে আহ্বানের কেন্দ্র। আর এই জীবনের প্রাণ হচ্ছে প্রার্থনা। স্বয়ং যিশু আমাদের আহ্বান করেন এবং পবিত্র আত্মা হলেন প্রকৃত গঠনদাতা। একজন গঠন প্রার্থী হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, জপমালা প্রার্থনা আমাদের এই আহ্বানকে প্রাণবন্ত, সজীব ও সতেজ রাখে। কারণ জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় ত্রিত্ব-পরমেশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে আসি। হৃদয়ে যিশুকে ও উপলব্ধি করতে পারি এবং মা-মারীয়াকে সঙ্গী করে যিশুর নিকটে আগমন করি। পোপ সাধু ২য় জন পল, জপমালা বিষয়ে বলেন, "মারীয়ার পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হল: সেই মধুর শিকল, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের যুক্ত করে দেয়"। জপমালা প্রার্থনা মা-মারীয়াকে স্মরণ করলেও মূলতঃ এটা হল খ্রিস্ট কেন্দ্রিক প্রার্থনা। জপমালা প্রার্থনায় দু'ধরনের প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা প্রাধান্য পায়। সমগ্র জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যিশু খ্রিস্টের জীবন-চরিত, আশ্চর্য কাজ, যাতনা, ক্রুশত্যাগ, মৃত্যু পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি বিষয় ধ্যান করা হয়। তাই জপমালা প্রার্থনাকে পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেন, "জপমালা হল সমগ্র মঙ্গলসমাচারের সংক্ষিপ্তসার"।

একজন সেমিনারীয়ান হিসেবে জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ও আহ্বানকে আরো গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে এই জপমালা প্রার্থনা। জপমালা আমাদের জীবনের নিশানা ঠিক করে দেয়। বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন, মন্দতা ও শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে জপমালার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রার্থনায় এমনই শক্তি রয়েছে যে, আমাদের পাপ কাজ হতে দূরে থাকতে ও মন পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমরা যেন সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে মা-মারীয়ার নিকট উৎসর্গ ক'রে বলতে পারি যে, "হে মা মারীয়া, আমি সম্পূর্ণ তোমারই"। এ জন্যই সাধু পাদ্রে পিও দিনে ৪০ বার জপমালা প্রার্থনা করতেন। যখন সকল পাপময়তাকে দূর করতে এবং পবিত্রতায় থাকতে জপমালা আমাদেরকে সাহায্য করে, তখন আমাদের আহ্বানও সুরক্ষিত থাকে। খ্রিস্ট যিশুর জন্ম থেকে কালভারি পর্যন্ত মা-মারীয়া প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেই একই খ্রিস্টের অনুসারী আমরা সকলে, মা মারীয়া তাঁর সেই স্নেহময়ী ভালোবাসায় আমাদের সবসময় রক্ষা করবেন। যদি আমরা আমাদের আহ্বান রক্ষা করতে চাই. তা হলে প্রতিদিন আমাদের জপমালা প্রার্থনা করতে হবে। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মাসে বা উপলক্ষে নয়, বরং জপমালা প্রার্থনা হতে হবে আমাদের নিত্য সঙ্গী।

যাজকীয় বা ব্রতীয় জীবনে আহ্বান রক্ষায় আধ্যাত্মিকতার কোনো বিকল্প নেই। অন্যদিকে মা-মারীয়াকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়া যায় না। তাই প্রত্যেকদিন আমাদেরকে জপমালা প্রার্থনা করতে হবে। পাখি যেমন ডানা দিয়ে তার শাবকদের আগলে রাখে তেমনি মা-মারীয়া তাঁর স্নেহের ছায়া দিয়ে আমাদেরকে আগলে রাখেন। তাই অবশেষে বলতে চাই, আহ্বান হচ্ছে একটি চারাগাছের মতো; যার নার্সারির দরকার হয়। প্রয়োজন পড়ে ঠিক মতো আলো, বাতাস ও পানির। তাই আহ্বানকে সঠিকভাবে বুঝা, যত্ন ও লালন-পালন করা এবং রক্ষা করা প্রয়োজন। আর এগুলো সবই সম্ভব পবিত্র জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করি এবং মা মারীয়ার সাথে যীশুর জীবন-ধ্যানে মুক্তির পথে যাত্রা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা বাইবেল- খ্রীষ্টিয়াঁ মিংঙো. এস. জে.
২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা: ২০২১ এবং ২০২২।
৩. কস্তা ফাদার দিলীপ এস. প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩।

বাণীপাঠক পদ প্রাপ্তিতে আমার অনুভূতি

মেথুসেলাহ ইনক কর্মকার (বাপ্পি)

যাজক হওয়ার শুভ বাসনায় সেমিনারির জীবনে প্রতিটি ধাপই ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদন ও আহ্বানের পথে একটি নতুন অধ্যায়। সম্প্রতি আমি আমার জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছি- আমি বাণীপাঠক পদ গ্রহণ করেছি। প্রথমেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এই বিশেষ মুহূর্তের জন্য। এরপর গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসিকে, যিনি আমাকে সেমিনারীতে যোগদানের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার সকল গঠনদাতা, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা ও সহযোগিতায় আজকের এই বিশেষ মুহূর্তটি সম্ভব হয়েছে।

এই দিনটি আমার জন্য শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়; বরং এটি ছিল এক গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, যা আমার ভেতরে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে এক নতুন আগ্রহ, দায়িত্ববোধ এবং আত্মনিবেদনের চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। যখন শ্রদ্ধেয় ফাদার পল গমেজ আমার সামনে এসে পবিত্র বাইবেলটি আমার হাতে তুলে দিলেন, তখন আমার হৃদয় কাঁপছিল এক

অদ্ভুত আবেগে। তাঁর সেই কথাগুলো, "তুমি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করো এবং সেই বাক্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে উঠ" আমার আত্মার গভীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমি অনুভব করলাম, ঈশ্বর আমাকে তাঁর বাক্যের বাহক হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটা কেবল একটি সম্মান নয়, বরং এক পবিত্র দায়িত্ব। সেই মুহূর্তে আমি নীরবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম, "প্রভু, আমি তোমার সেবক; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার জীবন মাঝে।"

বাণীপাঠক পদ আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের বাক্য শুধু পাঠ করার জন্য নয়; বরং এটি জীবন দানকারী শক্তি, যা মানুষের হৃদয় ও গোটা জীবনকে পরিবর্তন করে। গির্জায় যখন আমি পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করি, তখন আমি কেবল শব্দ উচ্চারণ করি না; আমি ঈশ্বরের জীবন্ত উপস্থিতি ঘোষণা করি। তাই প্রতিটি পাঠের আগে আমি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের আত্মা আমার কণ্ঠ ও হৃদয়কে পরিচালিত করেন, যাতে আমি তাঁর বাণীকে যথাযথ মর্যাদায়, স্পষ্টতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

বাণীপাঠক পদ গ্রহণের পর আমি উপলব্ধি করছি যে, ঈশ্বরের বাক্য প্রথমে আমার নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। আমি যদি অন্যদের কাছে সেই বাক্যের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই, তবে আমাকে আগে নিজের জীবনে সেটি ধারণ করতে হবে। তাই এখন আমি বাইবেল পাঠে আরও মনোযোগী হচ্ছি, প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ধ্যান করছি। এই প্রক্রিয়ায় আমি দেখছি, ঈশ্বরের বাণী ধীরে ধীরে আমার চিন্তা, মনোভাব এবং আচরণ পরিবর্তন করছে।

বাণী পাঠক পদ আমার ভবিষ্যৎ যাজকীয় জীবনের জন্য এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাণীপাঠক পদ লাভের মাধ্যমে আমি শিখেছি কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কীভাবে সেটিকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। আমি জানি, এটি আমার যাজকীয় আহ্বানের সূচনা মাত্র। সামনে আরও অনেক দায়িত্ব আসবে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের বাক্যই আমাকে শক্তি, জ্ঞান ও সাহস দেবে তাঁর পথে চলতে।

বাণী পাঠক পদ গ্রহণের পর আমি এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করছি। আমার মধ্যে এক নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে। আমি জানি, এই পথ সহজ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমার সঙ্গে আছে- সেটাই আমার আশ্রয় ও প্রেরণা। আজ আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি আমাকে তাঁর বাক্যের বাহক হতে আহ্বান করেছেন। আমি প্রার্থনা করি, যেন আমার জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি সেবা- তাঁর বাক্যের আলোয় আলোকিত হয়।

পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয় এর সংবাদ

১১ আগস্ট ২০২৫- এই দিনে মহাসমারোহে পবিত্র আত্মা ঐশতত্ত্ব শিক্ষালয় এর শুভ উদ্বোধন করেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি ক্রুশ, ওএমআই। এর পাশাপাশি নতুন সেমিস্টারের শুরু এবং ২৯জন নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০জন শিক্ষক এবং ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল।

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫- এই দিন বিকেল ৪:৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা ইনস্টিটিউট অব থিওলজির প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম একাডেমিক কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২২জন শিক্ষক, ২ জন ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫- প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্লাস থেকে দু'জন করে ক্লাস ক্যাপ্টেনদের নিয়ে এই দিন দুপুর ১২:৩০ মিনিটে পরিচালকের সাথে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং এর উন্নতির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংবাদদাতা: অর্ণব হালদার

বিভিন্ন গঠনগৃহের সংবাদ
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী

৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী থেকে সেমিনারীয়ানরা ৪০ দিনের পালকীয় সেবাকাজের জন্য বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যায় এবং ৭ জুলাই ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ ফিরে আসি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে পালকীয় সেবাকাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে এবং ভবিষ্যতে যাজক হিসেবে সেবাকাজের জন্য সুন্দর গঠন লাভ করি।

৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: এই দিনে সেমিনারীয়ানগণ গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ফিরে আসে এবং নতুন উদ্যমে নতুন সেমিষ্টার শুরু করে।

এই দিনে বাৎসরিক নির্জনধ্যান বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে আরম্ভ হয়। বাৎসরিক নির্জনধ্যান পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার বাবলু সরকার। বাৎসরিক নির্জনধ্যানের মূলসুর ছিল: Walking with the Lord. সেমিনারীয়ানরা আধ্যাত্মিকভাবে আরো বেশি ফলবান হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: ভ্যাটিকান থেকে কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদ বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে আসেন। পা ধোয়ানোর মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় এবং "Promoting a Culture of Harmony" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়।

সংবাদদাতা: আলবার্ট টুডু

পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের বার্তা, রামপুরা

১-৫ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: দীর্ঘ পাঁচদিনের বার্ষিক নির্জন ধ্যান সমাপ্ত করে আজ আমরা সাধনাগৃহে ফিরে আসি। এই বছর আমরা সাধনা গৃহবাসীগণ আমাদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান করি অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরিশালে। ধ্যান পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার মাইকেল মিলন দেউরি। "Prayer is the Communication with God" এই মূলভাবের আলোকে তিনি আমাদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন। বার্ষিক নির্জন ধ্যান সমাপ্ত করে পরের দিন আমরা সাধনা গৃহবাসীগণ কুয়াকাটা পরিভ্রমণে যাই। সেখানে সারাদিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় অরিয়েন্টালে ফিরে আসি।

৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আজকে সকালে আমরা সাধনা গৃহবাসীগণ নিজ গৃহে সুস্থ ও সুন্দরভাবে ফিরে আসি। একইদিনে চূড়ান্ত বর্ষের আমাদের দুইজন ভাই মি. নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও, সিএসসি ও পল নোয়াস ধান, সিএসসি খুলনা সাধু বেনেডিক্টের মঠ থেকে তাদের শেষ ব্রতের প্রস্তুতি হিসাবে নির্জন ধ্যান সমাপ্ত করে গৃহে ফিরে আসে।

০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আজকে আমরা গভীর ভক্তি ভরা হৃদয়ে স্মরণ করি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসিকে, যার আজ ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। সাধনাগৃহে সকালে বিশেষ প্রার্থনা করি এবং বিকালে রমনা ক্যাথিড্রালে বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি এবং বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। এছাড়াও সাধনা গৃহবাসী ভাইদের সহযোগিতায় ফাঃ আদম এস. পেরেরা, সিএসসি এর লেখা "দিবালোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র: ঈশ্বরের সেবক বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী" বইটি খ্রীষ্টভক্তদের মাঝে উপহারস্বরূপ বিতরণ করা হয়।

২৫ সেপ্টেম্বর ২৫ খ্রিস্টাব্দ: ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আজকের দিনটি আরম্ভ করি। আজকের দিনটি আমাদের জন্য খুবই আনন্দের ও আশীর্বাদিত। কেননা আমাদের সাধনাগৃহে আজকে ২১ জন ডিকন সমবেত হয়েছেন। সন্ধ্যায় একত্রে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করি এবং পরে তাদের সবাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রদেশপাল শ্রদ্ধেয় ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি এবং পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার অপু এস. রোজারিও, সিএসসি। তাদের মধ্য থেকে একজন ডিকন সকলের হয়ে অনুভূতি সহভাগিতা করেন এবং পরিশেষে সকলে মিলে একটি দলীয় ছবি তোলা হয়। পরবর্তীতে একত্রে সান্ধ্য-ভোজের মধ্য দিয়ে ডিকনদের সাথে আমাদের মিলনমেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংবাদদাতা: প্রভাত পিটার দাস, সিএসসি

যীশু কর্মী কেন্দ্র দিনলিপি, জিরানী

২ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: সিষ্টার শিশিলিয়া হেম্ব্রম, পিমে ব্রত নবায়ন করেন।

০৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: মহাসমারোহে আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হয়। বিকালে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: গামাসা আয়োজিত, রমনা গীর্জায় তীর্থযাত্রায় যীশু কর্মী কেন্দ্র, জিরানী থেকে বাস যোগে আমরা তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করি।

সংবাদদাতা: সিষ্টার শিশিলিয়া হেম্ব্রম, পিমে

অবলেট স্কলাস্টিকস বার্তা, নয়ানগর

২৯-জুলাই-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আজকের এই দিনে ছুটি শেষে ব্রাদার বিকাশ মারাণ্ডী ওএমআই ও রোমারিও খংলা স্কলাস্টিকেটে ফিরে আসে।

০১-আগষ্ট-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আমাদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান শুরু হয়। বার্ষিক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার ভ্যালেন্টাইন তালাং।

০৫-আগষ্ট-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: ব্রাদার বিকাশ মারাণ্ডী ওএমআই ব্রত নবায়ন করেন।

০৬-আগষ্ট-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আমাদের ডি' মাজেনড স্কলাস্টিকেটের পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার সুবাস পুলক গমেজ ওএমআই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

০৯-আগষ্ট-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস উদৎযাপন করা হয়।

০১-সেপ্টেম্বর-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: বাংলাদেশের প্রথম অবলেট ফাদার শ্রদ্ধেয় ফাদার মনোহর কোড়াইয়া, ওএমআই পরলোগন করেন।

২৯-সেপ্টেম্বর-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: বাংলাদেশ অবলেট ফাদারদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান শুরু হয় মঠবাড়ি জেজুইট সেন্টারে।

সংবাদদাতা *-স্কলাস্টিক বিকাশ জুলিয়ান মারাণ্ডী, ওএমআই।*

সাধু জন বস্কো (ডন বস্কো) গঠনগৃহ এবং ধর্মপল্লী, মোশাইর, উত্তরা.

১৬ই আগস্ট ২০২৫: সাধু জন বস্কোর জন্মদিন উদ্‌যাপন : সাধু জন বস্কোর জন্মদিন আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয়। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সকালে চারটি দলের মধ্যে আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মিশনের মাঠ। বিকেলে সবাই একত্রিত হয়ে পবিত্র খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি সমাপ্ত করা হয়।

২৯ শে আগস্ট ২০২৫: ফাদার ফ্রান্সিসের অ্যালেনচ্যারী এসডিবি এর ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন : এই দিনে আমাদের ধর্মপল্লী ও গঠনগৃহের সম্মানিত ফাদার ফ্রান্সিসের ৭৫তম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল খেলা, বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র খ্রিষ্টযাগ, আর সন্ধ্যায় ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত, নৃত্য, নাটিকা ও প্রার্থনায় মুখরিত ছিল মিশনের চত্বর। দিনের সমাপ্তি ঘটে এক বিশাল ভোজের মাধ্যমে, যেখানে অনেক খ্রিষ্টভক্ত মিলেমিশে আনন্দ ভাগাভাগি করেন।

সংবাদদাতা: *দ্বীপ হাঁসদা, এসডিবি*

শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মহামান্য কার্ডিনাল, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ ও বিশপ

নাম	জন্ম তারিখ
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি	০১-১০-১৯৪৩
বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ	১৯-১১-১৯৬২
বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ	১৫-১২-১৯৬৫

অধ্যাপকবৃন্দ

ফাদার আন্তনী হাঁসদা	০১-১০-১৯৬৮
ফাদার দিলীপ এস. কস্তা	০৯-১০-১৯৬৬
ফাদার প্রশান্ত থিয়োটনিয়াস রিবেরু	২৯-১০-১৯৫২
ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স	০৩-১১-১৯৬৭
ফাদার স্ট্যানলী কস্তা	১০-১১-১৯৬৬
ফাদার কমল কোড়াইয়া	১৫-১২-১৯৫৯

সেমিনারীয়ানবৃন্দ ও ব্রাদারগণ

অক্টোবর মাস

শিমন গাড়িড	০১-১০-১৯৯২
লর্ড পিটার সিমসাং	০৪-১০-১৯৯৮
আলবেন আলবার্ট ইন্দোয়ার	০৫-১০-১৯৯৯
জয়ন্ত লেনার্ড কস্তা	০৯-১০-২০০০
রোশান্ত রর্বাট মানখিন, সিএসসি	১৩-১০-১৯৯৭
অরিন পল রেগো	১৭-১০-২০০০
মাইকেল মার্ডী	২০-১০-১৯৯৬
শ্যামল টমাস মণ্ডল	২২-১০-১৯৯৭
চিরঞ্জিত টমাস দফাদার	২৬-১০-১৯৯৮
দানিয়েল প্রিন্স রায়, সিএসসি	২৮-১০-১৯৯৩
আলবার্ট টুডু	২৯-১০-১৯৯১
রুবিনয় এন্ড্রু হাদিমা	৩০-১০-১৯৮৯

নভেম্বর মাস

সোহাগ ইম্মানুয়েল রোজারিও	০১-১১-১৯৯৮
নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও, সিএসসি	০৭-১১-১৯৯২
শিবলাল সামুয়েল মার্ডী	০৭-১১-১৯৯৭
রেমণ্ড তির্কী	০৮-১১-১৯৯৭
পৌলিনুস মুর্মু	১৩-১১-১৯৯৬
শক্তিকুমার জন ত্রিপুরা, সিএসসি	২০-১১-১৯৯৬
টিটুয়েল চিরান সিএসসি	২২-১১-১৯৯৬
ডেভিড ত্রিপুরা, সিএসসি	২২-১১-১৯৯৯
নিকোলাস সুবল ঘোরামি, সিএসসি	২৫-১১-১৯৯৫
ফ্রান্সিস টুডু, সিএসসি	২৬-১১-১৯৯৭

ডিসেম্বর মাস

খোকন ফ্রান্সিস নায়েক	০৩-১২-১৯৮৭
জনি জেমস মুর্মু	০৮-১২-১৯৯৬
রোমান মার্চেলিও বাড়ৈ	১১-১২-১৯৯৩
ব্রা: জন্তা টুডু, সিএসসি	১৩-১২-১৯৯৫
চিন্ময় চার্লস হাগিদক, সিএসসি	১৪-১২-১৯৯৬
ম্যাক্সিম ফ্রান্সিস পিউরিফিকেশন	১৫-১২-২০০১
থমাস বাস্কি	১৭-১২-১৯৮৫
সাধুমনি ফ্রান্সিস ত্রিপুরা	২০-১২-১৯৯৪
লুপি জন ত্রিপুরা	২০-১২-১৯৯৬
জিসান উইলিয়াম রোজারিও	২৭-১২-১৯৯৮
টগর দালবৎ, পিমে	২৭-১২-১৯৯৯
দিপংকর ইগ্নেসিউস কস্তা	৩১-১২-১৯৯৭
রাজন রাফায়েল ম্রং, সিএসসি	৩১-১২-১৯৯৬